শব্দালঙ্কার

আমাদের কাব্যশাস্ত্রকারগণ কাব্যের দুটি প্রকারভেদ নির্দ্দেশ করেছেন দুটি বিশেষণের সাহায্যে—দৃশ্য আর শ্রব্য। দৃশ্য কাব্য নাটক; শ্রব্য কাব্য রামায়ণ মেঘদূত মেঘনাদবধ সোনার তরী। শ্রব্যত্বই যে কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য আধুনিক ইউরোপীয় কাব্যরসিকগণও তা স্বীকার করেন। খ্যাতিমান্ কবিসমালোচক Alfred Noyes বলছেন, "...it (The Poetry Society of London) has been rendering a great service to the cause of poetry for many years now. It has helped people to realize that *poetry was meant to be heard*" (*The Poetry Review*, March-April, 1933)।

কাব্য রসাত্মক বাক্য। বাক্য পূর্ণ ভাবের প্রকাশক পদসমুচ্চয়। বাক্যকে যদি পরিবার বলি, পদকে বলতে হয় তার পরিজন। বহু বাক্য নিয়েও যেমন কবিতা হয়, একটিমাত্র বাক্যেও তেমনি নিটোল একখানি রসোত্তীর্ণ কবিতার সৃষ্টি হ'তে পারে। শেষোক্ত লক্ষণের অজস্র কবিতা রয়েছে সংস্কৃতে এবং প্রাকৃতে; বাঙলাতেও রয়েছে এর অনেকগুলি নিদর্শন রবীন্দ্রনাথের 'লেখন' আর 'স্ফুলিঙ্গ' কাব্যে।

বাক্যপরিবারের পরিজন যে পদ, তার দুটি রূপ—একটি বর্ণময় দেহরূপ, অন্যটি অর্থময় চিদ্-রূপ। প্রথমটির আবেদন আমাদের ইন্দ্রিয়ের কাছে, দ্বিতীয়টির বোধের কাছে—একটি concrete, অপরটি abstract।

দেহরূপটিকে কান দিয়ে দেখাই সার্থক দেখা—ধ্বনির (sound) মধ্যে যে রূপের আলো থাকে তার দ্রষ্টা চোখ নয়, মন। কবি 'ছন্দে ছন্দে সুন্দর গতি' দান করেন এই ধ্বনিকে, প্রসাধনে মণ্ডিত করেন এই ধ্বনিকে।

শব্দালঙ্কার প্রকৃতপক্ষে ধ্বনির অলঙ্কার। ধ্বনি আবার বর্ণধ্বনি, পদধ্বনি, কোথাও বা বাক্যধ্বনি। শব্দালঙ্কারের শব্দ, সূক্ষ্ম বিচারে, word নয়। বর্ণধ্বনি অনুপ্রাসে, পদধ্বনি যমক বক্রোক্তি শ্লেষ পুনরুক্তবদাভাসে, বাক্যধ্বনি সর্ব্বযমকে। যথাস্থানে এদের ব্যাখ্যা করব এবং বাঙলাভাষার অন্তঃপ্রকৃতির দিকে দৃষ্টি রেখে এদের নানানতর প্রকারভেদ যুক্তি দিয়ে যথাযোগ্যভাবে গ্রহণ বা বর্জ্জন করব।

Scanned with CamScanner

শব্দালঙ্কারের মধ্যে **অনুপ্রাস, যমক, বক্রোক্তি, (শব্দ-) শ্লেষ** এবং **পুনরুক্তবদাভাসই** প্রধান। আধুনিক বাঙলা সাহিত্যেও অনুপ্রাসের প্রয়োগ সবচেয়ে বেশী ; এর নীচেই বক্রোক্তি আর শ্লেষ ; তৃতীয় স্থান যমকের এবং চতুর্থ পুনরুক্তবদাভাসের।

আগেই বলেছি শব্দপরিবর্ত্তনে শব্দালঙ্কারের অস্তিত্ব থাকে না।

১। অনুপ্রাস

একই বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ, যুক্তভাবেই হোক আর বিযুক্তভাবেই হোক, একাধিক-বার ধ্বনিত হ'লে হয় **অনুপ্রাস**।

বর্ণ=ব্যঞ্জনবর্ণ, স্বরবর্ণ নয়। যে বর্ণের বা বর্ণগুচ্ছের অনুপ্রাস হবে, তাদের সঙ্গে মিলিত স্বরধ্বনি বিষম অর্থাৎ বিভিন্ন হ'লেও অনুপ্রাস অক্ষুণ্ণ থাকবে ("অনুপ্রাসঃ শব্দসাম্যং **বৈষম্যেঽপি** স্বরস্য যৎ"—সাহিত্যদর্পণ)। 'শব্দসাম্য' কথাটার অর্থ ব্যঞ্জনবর্ণের ধ্বনিসাম্য। অনুপ্রাসে স্বরধ্বনির সম্মান নাই। দুইএকটা উদাহরণ বিশ্লেষণ ক'রে দেখালেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'য়ে যাবে :

(i) "গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে
গরজে গগনে।"—রবীন্দ্রনাথ।

—প্রথম পঙ্‌ক্তিতে 'গ' অনুপ্রাসিত হয়েছে **চারবার** এবং প্রত্যেক বারেই 'গ'-র সঙ্গে মিলিত হ'য়ে আছে 'উ'-ধ্বনি ; সুতরাং ব্যঞ্জনের সঙ্গে স্বরধ্বনিরও ঘটেছে সমতা। পরবর্ত্তী পঙ্‌ক্তিদুটিতেও এই অবস্থা : 'গ' অনুপ্রাসিত হয়েছে **আটবার** এবং প্রত্যেক বারেই 'গ'-র সঙ্গে মিলিত হ'য়ে আছে 'অ'-ধ্বনি ; সুতরাং স্বর ও ব্যঞ্জন দুইয়েরই ধ্বনিসাম্য। আবার সমগ্রভাবে তিনটি পঙ্‌ক্তিতে 'গ' অনুপ্রাসিত হয়েছে **বারোবার**। প্রথম পঙ্‌ক্তিতে স্বরধ্বনি 'উ', দ্বিতীয়-তৃতীয়ে 'অ' ; সুতরাং স্বরধ্বনি **বিষম**। ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে মিলিত স্বরধ্বনির সাম্য হ'ল কি বৈষম্য হ'ল সেদিকে দৃষ্টি দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই। উদ্ধৃতিটির অলঙ্কারনির্ণয়ে শুধু এই কথাটি বলতে হবে যে **এখানে 'গ'-ধ্বনির অনুপ্রাস, ধ্বনিটি বারোবার আবৃত্ত হয়েছে।**

Scanned with CamScanner

বাঙলা কবিতায় অন্ত্যানুপ্রাস একটি মূল্যবান্ শব্দালঙ্কার। সেখানে শ্রুত্যনুপ্রাস আমাদের উপকার করবে; কিন্তু তার সংজ্ঞা রচনা করব নতুন ক'রে।

বাঙলায় **অনুপ্রাস তিনরকম—অন্ত্য, বৃত্তি, ছেক।** এদের মধ্যে **বৃত্তিই শ্রেষ্ঠ,** কারণ গদ্যপদ্যময় সাহিত্যে এর সার্ব্বভৌম অধিকার; মিত্রছন্দা কবিতার আনন্দলোকে 'চরণ-বিচরণ' অন্ত্যানুপ্রাসের। ছেক গৌণ। **শ্রুত্যনুপ্রাসকে আমরা গ্রহণ করছি শুধু অন্ত্যানুপ্রাসের সহকারিরূপে; বাঙলায় এর স্বতন্ত্র আসন নাই।**

(ক) শ্রুত্যনুপ্রাস ঃ

বাগ্‌যন্ত্রের একই স্থান হ'তে উচ্চারিত শ্রুতিগ্রাহ্য-সাদৃশ্যময় ব্যঞ্জনধ্বনির নাম **শ্রুত্যনুপ্রাস।**

ধ্বনির ঐক্য নয়, সাদৃশ্য অর্থাৎ 'ছন্দ-নন্দ'-র মতন ঠিক এক নয়, 'ছন্দ-বন্ধ'-র মতন একরকম। বাঙলায় 'ক' আর 'খ' সদৃশ ধ্বনি, 'গ' আর 'ঘ' সদৃশ ধ্বনি; তেমনি চ ছ, ট ঠ, ত থ, প ফ, জ ঝ, ড ঢ, দ ধ, ব ভ সদৃশ ধ্বনি। এইজাতীয় ধ্বনিসাদৃশ্য নিয়ে অজস্র অন্ত্যানুপ্রাস সৃষ্টি করেছেন বাঙলার সকল যুগের কবিরা। রবীন্দ্রনাথ থেকে উদাহরণ দিই—

ক খ ঃ পরপারে দেখি আঁকা তরুছায়া মসীমাখা।
গ ঘ ঃ বাতাস বহে বেগে, ঝিলিক মারে মেঘে।
চ ছ ঃ কালো চোখে আলো নাচে, আমার যেমন আছে।
জ ঝ ঃ চিরদিন বাজে অন্তরমাঝে।
ট ঠ ঃ ধরি তার কর দুটি, আদেশ পাইলে উঠি।
ত থ ঃ লীলাপদ্ম হাতে, কুরুবক মাথে।
দ ধ ঃ বাদী প্রতিবাদী, বিবিধ উপাধি।
প ফ ঃ দিল সে এত কাল যাপি, হোলির দিনে কত কাফি।
ব ভ ঃ কূল নাহি পাই তল পাব তো তবু;
হতাশ মনে রইব না আর কভু।
('ড-ঢ'-র অন্ত্যানুপ্রাস বাঙলায় নানা কারণে দুর্লভ)

উপরের প্রত্যেকটি উদাহরণে একস্থান হ'তে উচ্চারিত শ্রুতিগ্রাহ্য সদৃশ ধ্বনি ব্যঞ্জনের অনুপ্রাস, অতএব শ্রুত্যনুপ্রাস। উদাহরণগুলি

Scanned with CamScanner

—প্রথম চরণে 'ব-ভ' শ্রুত্যনুপ্রাস; 'নিরারণ-নিরারণ' ছেকানুপ্রাস; মিলিতভাবে ('নিরাবরণ-নিরাভরণ') সাধারণ অনুপ্রাস। দ্বিতীয় চরণে 'ক-খ' শ্রুত্যনুপ্রাস; 'ন-ন' বৃত্ত্যনুপ্রাস; 'ইকন-ইখন' মিলিত সাধারণ অনুপ্রাস। মধুর উদাহরণ।

(খ) অন্ত্যানুপ্রাস ঃ

পদ্যে পাদান্তের সঙ্গে পাদান্তের, চরণান্তের সঙ্গে চরণান্তের ধ্বনিসাম্যের নাম **অন্ত্যানুপ্রাস**।

বৈদিক থেকে লৌকিক পর্য্যন্ত সংস্কৃত কাব্যে বৃত্তছন্দ বেশী প্রচলিত। "বৃত্তম্ অক্ষরসংখ্যাতম্" অর্থাৎ metres regulated by the number of syllables with rhythm but without rhyme। কাজেই পাদান্তগত বা চরণান্তগত ধ্বনিসাম্য যেখানে মিলেছে, সেখানে তাকে ধ্বনিজাত অলঙ্কার অনুপ্রাস ব'লেই গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রে 'অন্ত্যানুপ্রাস' ব'লে কিছু নাই।

অন্ত্যানুপ্রাস অনুপ্রাস হ'লেও অনুপ্রাসের অনুশাসন এখানে শিথিল। এখানে স্বরধ্বনিও সম্মানিত। "...স্বরসংযুক্তাক্ষরবিশিষ্টম্" (ব্যঞ্জনম্), বলেছেন বিশ্বনাথ কবিরাজ। আধুনিক ইংরিজি সংজ্ঞাতেও এই ভাবের কথা আরও সুন্দর ক'রে বলা হয়েছে: Rhyme (আমাদের অন্ত্যানুপ্রাস) হ'ল, "likeness between the vowel sounds in the last metrically stressed syllables of two or more lines or sections of lines, and between all sounds, consonant or vowel, that succeed" (Smith)।

অন্ত্যানুপ্রাসে স্বরধ্বনিকে পূর্ণ মর্য্যাদা দেওয়া ছাড়া উপায় নাই। এমন কি, অনুপ্রাসিত ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্ব্ববর্ত্তী স্বাধীন অথবা পরাধীন স্বরধ্বনিকেও অন্ত্যানুপ্রাসে গ্রহণ করতে হবে, যদি এ ধ্বনি সদৃশ হয়। যেমন—

"ধরা নাহি দিলে ধরিব **দুপায়**,
কি করিতে হবে বলো সে **উপায়**,
ঘর ভরি দিব সোনায় **রুপায়**" —রবীন্দ্রনাথ।

—অন্ত্যানুপ্রাস 'উপায়-উপায়-উপায়'; দ্বিতীয় চরণে 'উ' স্বাধীন, প্রথম আর তৃতীয় চরণে পরাধীন: দ্+উপায়, র্+উপায় অর্থাৎ 'দ্' আর 'র্' থেকে 'উ'-কে ছিনিয়ে নিয়েছি।

Scanned with CamScanner

দ্বিতীয়—একটিমাত্র ব্যঞ্জনবর্ণ **বহুবার** ধ্বনিত হবে :

(i) "বাজিল বনে বাঁশের বাঁশরী
বনে ব'সে বাজাইছে বনবিহারী……"—লোকসঙ্গীত।

—'ব' প্রত্যেক শব্দের আদিতে ধ্বনিত হয়েছে। বারের সংখ্যা নয় (৯)। [উদাহরণটি একটি গানের মাত্র প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি। গানটি বেশ বড় এবং আদ্যন্ত প্রত্যেক শব্দের আরম্ভ 'ব' দিয়ে।]

(ii) "কান্ত কাতর কতহুঁ কাকুতি
করত কামিনী পায়"—বিদ্যাপতি।

(iii) "চলচপলার চকিত চমকে
করিছ চরণ বিচরণ"—রবীন্দ্রনাথ।

(iv) "পিয়ালফুলের পরাগে পাটল পল্লীর বনবাটে"—যতীন্দ্রমোহন।

(v) "কেতকী কত কি কথা কামিনীর কহে কানে কানে"—কালিদাস।

(vi) "শরতের শেষে সরিষা রো"—খনার বচন।

তৃতীয়—ব্যঞ্জনগুচ্ছ **স্বরূপানুসারে** মাত্র দুবার ধ্বনিত হবে।

[অলঙ্কারশাস্ত্রে বর্ণের **স্বরূপসাদৃশ্য** এবং **ক্রমসাদৃশ্য** এই দুরকম সাদৃশ্যের কথা আছে। উদাহরণ দিয়ে এদের পার্থক্য বোঝানো যাক :—

(i) 'জেগেছে যৌবন নব বসুধার দেহে' (শ. চ.) : দেখা যাচ্ছে স্থূলাক্ষর অংশদুটির প্রথমটিতে যে যে বর্ণ ('ব' ও 'ন'), দ্বিতীয়টিতেও তাই। কিন্তু পর্য্যায় (succession) ভঙ্গ হয়েছে অর্থাৎ 'নব' শব্দে আগে এসেছে 'ন', পরে 'ব'। অথচ ধ্বনিসাদৃশ্য রয়েছে। এইজাতীয় সাদৃশ্যকে **স্বরূপসাদৃশ্য** বলে। কিন্তু যদি বলি (i) 'ফুটেছে যৌবন-বনে আনন্দের ফুল' (শ. চ.), তাহ'লে স্থূলাক্ষর দুটি অংশেই বর্ণসজ্জা একরকমই থেকে ধ্বনিসাদৃশ্যের সৃষ্টি করে অর্থাৎ বর্ণগুলির ক্রম (succession) অক্ষুণ্ণ থাকে। এইপ্রকার সাদৃশ্যের নাম **ক্রমসাদৃশ্য**।]

এই স্বরূপসাদৃশ্যের অনুপ্রাস **যুক্তব্যঞ্জনে হয় না**। 'তোমার চরণে অর্পিনু প্রাণ' চরণটিতে **র্প** আর **প্র** অনুপ্রাস নয়, যদিও **র্প**=রূপ আর **প্র**=পূর —স্বরূপসাদৃশ্য। যুক্তবর্ণে ধ্বনিমাধুর্য্যের একান্ত অভাবই এর কারণ।

(ii) "অদূরে কোমল-লোম ছাগবৎস ধীরে"—রবীন্দ্রনাথ।

(iii) "কবির বুকের দুখের কাব্য
ভক্তে চমৎকার।"—যতীন্দ্রনাথ।

(iv) "রাজপুতসেনা সরোষে সরমে ছাড়িল সমরসাজ।"—রবীন্দ্রনাথ।

Scanned with CamScanner

৭. শীত করে ঘুর ঘুর (ধ্বনিসাম্য=অন্তধ্বনি
শ্বাস নেয় ভরপুর =ঘুর-পুর (উর)
শীত আজ জব্দ =জব্দ—শব্দ (অব্দ)
মুখে নেই শব্দ ॥ —সুদীপ্ত চৌধুরী

[১] ii. বৃত্ত্যনুপ্রাস

একটি ব্যঞ্জনধ্বনি বা একগুচ্ছ ব্যঞ্জনধ্বনি দুবার বা বারবার ব্যবহৃত হয়ে যে-ধ্বনিসাম্য সৃষ্টি করে, তাকে বৃত্ত্যনুপ্রাস বলে।

যেমন ঃ ১. কেতকী কেশরে কেশপাশ কর সুরভি। —রবীন্দ্রনাথ

এখানে 'ক' ব্যঞ্জনধ্বনিটি পরপর ৪ বার ব্যবহৃত হয়েছে এবং ধ্বনিসাম্য সৃষ্টি করেছে। ফলে চরণটি হয়েছে একটি বৃত্ত্যনুপ্রাস অলংকার।

২. নন্দনন্দন চন্দ চন্দন গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ। —গোবিন্দদাস

এখানে 'ন্দ' —এই যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিটি পরপর ৬ বার ব্যবহৃত হয়ে ধ্বনিসাম্য সৃষ্টি করেছে। ফলে চরণটি হয়েছে একটি উৎকৃষ্ট বৃত্ত্যনুপ্রাস।

৩. কাক কালো কোকিল কালো কালো কন্যার কেশ। —রবীন্দ্রনাথ

এখানে 'ক' ব্যঞ্জনধ্বনিটি ৯ বার ব্যবহার হয়েছে। ফলে ধ্বনিসাম্য সৃষ্টি হয়েছে। তাই এটি একটি বৃত্ত্যনুপ্রাস অলংকার।

৪. তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত ভরুক এ চিত্ত মম। —মি. চৌ. কা

এখানে 'ত্য' বা 'ত্ত' যুগ্ম ব্যঞ্জধ্বনির ৩ বার ব্যবহার হয়েছে। আসলে মিল হয়েছে 'ইত্য' বা 'ইত্ত' দিয়ে। তাই এটি বৃত্ত্যনুপ্রাস।

৫. যতনে যৌতুকে দেয় যতেক যুবতী।
('য' ব্যঞ্জধ্বনির ৪ বার ব্যবহারে ধ্বনিসাম্য)

৬. কবি নারী রোষে কর দিল ঠেলি।—রবীন্দ্রনাথ
ধ্বনিসাম্য= 'ক' (২বার), 'র' (৩ বার), 'ল' (২ বার)।

৭. না মানে শাসন বসন বাসন অশন আসন যত। ('সন্ ধ্বনি)

৮. চল চপলার চকিত চমকে করিছে চরণ বিবরণ। ('চ' ধ্বনি)

৯. গুরুগুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে গগনে। ('গ' ধ্বনি)

১০. একাকিনী শোকাকুলা অশোক কাননে। ('ক' ধ্বনি)

১১. শরমে সরমা সই মরিলো স্মরিলে তার কথা। ('শ'/'স','র')

১২. কানু কহে রাই, কহিতে ডরাই, ধবলী চরাই বনে।

এখানে 'রাই' ব্যঞ্জনধ্বনি (ধ্বনিগুচ্ছ) বারবার ৩ বার ব্যবহৃত হয়ে ধ্বনিসাম্য সৃষ্টি করেছে। ফলে এটি হয়েছে একটি উৎকৃষ্ট বৃত্ত্যনুপ্রাস।

১৩. দেউড়িতে আজ দেউলিয়া দূতী আনলো রাত। ('দেউ')—সুব্রত চন্দ্র।

Scanned with CamScanner

১. অলংকারের শ্রেণীবিভাগ

কাব্য পাঠের দুটি দিক ঃ

এক — ধ্বনি গত দিক বা শব্দ গত দিক। এ হলো কাব্যের ধ্বনি সাম্য বা শব্দ-ঝংকার যাতে কান তৃপ্ত হয়।

দুই — অর্থগত দিক। এ হলো কাব্যের অর্থের ব্যঞ্জনা, যাতে মন তৃপ্ত হয়।

'ধ্বনি ঝংকার' কাব্যের বহিরঙ্গ বা সাজসজ্জাগত অলংকার।

অর্থগত 'ব্যঞ্জনা' বা সৌন্দর্য, কাব্যের অন্তরঙ্গ বা অন্তর্নিহিত অলংকার।

এজন্যেই অলংকার দু রকম ঃ

(ক) শব্দালংকার—যা শব্দ বা ধ্বনি দিয়ে গড়ে উঠেছে।

(খ) অর্থালংকার—যা শব্দের অর্থ দিয়ে গড়ে উঠেছে॥

২. শব্দালংকার

২. (১) সংজ্ঞা ঃ শব্দের ধ্বনি সাম্যে (=ধ্বনি ঝংকারে) যে অলংকারের সৃষ্টি, তাকে 'শব্দালংকার' বলে।

যেমন ঃ আমি অজর অমর অক্ষয় আমি অব্যয়।

— এখানে কবি নজরুল 'বিদ্রোহী'র স্বরূপ প্রকাশ করছেন। সেই স্বরূপ প্রকাশে 'অ' ধ্বনিটিকে তিনি পরপর ৬ বার ব্যবহার করলেন। যাতে এক রকমের ধ্বনিসাম্য বা ধ্বনিঝংকার সৃষ্টি হলো। যা বিদ্রোহীর অসামান্য সত্তাটিকে প্রকট করে তুললো।—এইভাবে এখানে কাব্যের সৌন্দর্য নির্মাণে শব্দ-ধ্বনিই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে—এবং এখানে অর্থ বড় হয় নি। ফলে কাব্যংশটি হয়ে উঠেছে একটি উৎকৃষ্ট 'শব্দালংকার'।

আরো কিছু উদাহরণ ঃ

১. চল চপলার চকিত চমকে করিছে চরণ বিচরণ। — রবীন্দ্রনাথ

—এখানে 'চ'-ধ্বনির বারবার ৬ বার ব্যবহারে ধ্বনিসাম্য ঘটেছে। ফলে ধ্বনিঝংকার উঠেছে। তাই এখানে 'চ'-ধ্বনির সাম্যে একটি অভূতপূর্ব শব্দালংকার গড়ে উঠেছে। এটিও কাব্যের বহিরঙ্গ বা সাজসজ্জাগত অলংকার।

২. না মানে শাসন বসন বাসন অশন আসন যত।

—এখানে 'শাসন বসন বাসন অশন আসনে' অপরূপ ধ্বনি ঝংকার উঠেছে। সাম্য হয়েছে 'আসন' বা 'অসন' শব্দধ্বনিতে। এই সাম্য কাব্যের বাইরের সাজসজ্জাগত। তাই এটি শব্দালংকার।

৩. কোথা হাহন্ত চিরবসন্ত আমি বসন্তে মরি।

—এখানে হন্ত, সন্ত, সন্ত—নিয়ে অপরূপ ধ্বনি সাম্য গড়ে উঠেছে। আবার বসন্ত শব্দটি

Scanned with CamScanner